রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ৩৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬০৯—৬৩২
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৮৩—১৫২৭
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২২৩—২২৬
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩১৫—১৩৫৯

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৯
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.৬৫.০৯৪.৮৯-৬৯৭—যেহেতু জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে বেতন ভাতাদি গ্রহণ করেছেন এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে অনীহা ও দাপ্তরিক শৃংখলা ভঙ্গ করেছেন;

২। এক্ষণে, সেহেতু তাকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে বেতন ভাতাদি গ্রহণ এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে অনীহা ও দাপ্তরিক শৃংখলা ভঙ্গ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১১(১) অনুযায়ী চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

৩। তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব।

সঞ্চয় শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/৪ জুন ২০১৫

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০২৮.০০৩.১৫৭—বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্বদেশে বিনিয়োগ করায় The U.S Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর রুল ১৪(৪) এবং The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর রুল ১৪ এর বিধান অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

সম্পদ বিভাগের ০৯-০৭-২০০৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং অম/অসবি/ সঞ্চয়/এস-১৮/২০০৩/১১৭ এবং ০৫-১-২০০৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং অম/অসবি/ সঞ্চয়/এস-১৮/২০০৩/০৪ এর মাধ্যমে নির্বাচিত বিনিয়োগকারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) হিসেবে নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) জন ব্যক্তির সিআইপি কার্ডের মেয়াদ আগামী ৩১-১২-১৫ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলঃ

ক্র/নং	বিনিয়োগকারীর নাম	ঠিকানা
(১)	সৈয়দ এ, কে আনোয়ারুজ্জামান	হাউস নং-এসই-৪, রোড নং-১৩৭, গুলশান-১, ঢাকা
(২)	ড. কাজী গিয়াস উদ্দীন	১-৪২-৩ মিনামী ম্যাগম, ওট-কু, টোকিও, জাপান। বর্তমান ঠিকানা-৩/১ সিটিলেন, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।

২। উল্লেখিত বিনিয়োগকারীগণ The U.S Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর রুল ১৪(৪) এবং The U.S Dollar Investment Bond Rules, 2002 রুল ১৪ এ বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে সিআইপি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুল জব্বার
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মে ২০১৫

নং ১০.০০.০০০০.১২৫.২৭.০০৯.১৫-৩৫৫—যেহেতু, ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার সাবেক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রব এর বিরুদ্ধে 'বড় স্ত্রীর মামলায় ভোলায় বিচারিক হাকিম গ্রেপ্তার' শীর্ষক সংবাদ ২১-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, তার স্ত্রী সানজিদা খালেক কর্তৃক ভোলা জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়েকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং ৯৪৮/২০১৪ এ তিনি গ্রেফতার হয়েছেন; এবং

যেহেতু, ভোলা জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর পত্রে উক্ত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোঃ আব্দুর রব চরফ্যাশনের ডাকবাংলোতে অবস্থান করেন এবং উক্ত ডাকবাংলোতে সর্বদা মক্কেলের আনাগোনা চলে মর্মে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত গুরুতর অভিযোগসমূহ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালার ৩(বি) এ বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তাকে অবিলম্বে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা যুক্তিযুক্ত ও অপরিহার্য বলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১জে/৩কল-৩৪/২০১৪-৭৪৫৩ এ নং স্মারকের পরামর্শের প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ১১(১) বিধি মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুর রব কে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরাকী ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্ত হবেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা ৬
আদেশ

তারিখ, ২৮ মে ২০১৫

নং আর-৬/৭এন-১০/২০১৫-২৫৪—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেণী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কাজী বুলবুল আহাম্মদ, পিতা কাজী আব্দুল লতিফকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ণ) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

বিচার শাখা-৭
আদেশাবলী

তারিখ, ২১ মে ২০১৫

নং বিচার-৭/২এন-৭২/৮৪(অংশ)-২৮০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আশেক উল্ল্যাহ, পিতা মৃত আব্দুল্যাহ মিয়া, মাতা মৃত সুফিয়া খাতুন, গ্রাম বড় বৈদ্যনাথপুর, ডাকঘর সারাঙ্গাই পলাশবাড়ী, উপজেলা বিরল, জেলা দিনাজপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ১১নং পলাশবাড়ী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

মোঃ জাহিদুল কবির
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়

আইন ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২ জুন ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৮.১২.১৪৩—জনাব মুন্সী মোঃ ফরিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র-এর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং-এ কর্মরত থাকাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান কভারেজে চরম গাফিলতি, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছাকৃতভাবে দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা, উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন এবং কর্তৃপক্ষের সাথেও কোনরূপ যোগাযোগ না করে অব্যাহতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করে এ মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০১২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৮.১২.২৭৭ স্মারকমূলে ০৮/১২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার নিকট প্রেরণ করা হয়।

যেহেতু, তিনি জবাব দাখিল করেন। তার অভিপ্রায় অনুযায়ী ১১-১২-২০১২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অতঃপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (তথ্য ও গণযোগাযোগ) জনাব এসকে ফিরোজ আহমদ কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ ৭(২)(সি) বিধি মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। তার জবাব সন্তোষজনক নয়;

যেহেতু, জনাব মুন্সী মোঃ ফরিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অভিযোগের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক তাকে "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার" গুরুদণ্ড প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করার লক্ষ্যে একই বিধিমালার ৭(৭) বিধিমতে মতামত প্রদানের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ করা হয়। কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একমত পোষণ করেছে।

সেহেতু, জনাব মুন্সী মোঃ ফরিদুজ্জামান, নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা কেন্দ্র- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধির অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে একই বিধিমালার ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক "নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা)" পদ থেকে "প্রযোজক (বার্তা, গ্রেড-১)" পদে অর্থাৎ "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

চলচ্চিত্র অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১৮ মে ২০১৫

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩৮.১৪.৩১৬—স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্বাচিত গল্প/কাহিনী/চিত্রনাট্য অবলম্বনে নিম্নের ছকে উল্লিখিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের নিমিত্ত প্রযোজককে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নিম্নেবর্ণিত শর্তে অনুদান প্রদান এবং গল্প লেখক ও চিত্রনাট্যকারকে উৎসাহ পুরস্কার প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

ক্রমিক নং	চলচ্চিত্রের নাম	গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকার	পরিচালকের নাম	প্রযোজকের নাম
(১)	বিউটি সার্কাস	জনাব মাহমুদ দিদার	জনাব মাহমুদ দিদার	জনাব মাহমুদ দিদার
(২)	চন্দ্রাবতী কথা	জনাব এন, রাশেদ চৌধুরী	জনাব এন, রাশেদ চৌধুরী	জনাব এন, রাশেদ চৌধুরী
(৩)	ভুবনমাঝি	জনাব ফাখরুল আরেফীন	জনাব ফাখরুল আরেফীন	জনাব ফাখরুল আরেফীন
(৪)	মায়া (দ্যা লস্ট মাদার)	জনাব মাসুদ পথিক	জনাব মাসুদ পথিক	জনাব মাসুদ পথিক
(৫)	রীনা ব্রাউন	মিজ শামীম আখতার	মিজ শামীম আখতার	মিজ শামীম আখতার
(৬)	লাল মোরগের ঝুঁটি	জনাব নূরুল আলম আতিক	জনাব নূরুল আলম আতিক	বেগম মতিয়া বানু শুকু

অনুদানের শর্তাবলি ঃ

(১) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত গল্প/চিত্রনাট্যের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;

(২) অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে (প্রযোজকের আবেদনের প্রেক্ষিতে) বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে সরকার উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে;

(৩) অনুদানে নির্মিত প্রতিটি ছবির প্রক্ষেপণ সময় (স্থিতি) ০২ ঘন্টার বেশী না হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুদান কমিটির বিবেচনায় সঙ্গত মনে হলে প্রক্ষেপণ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে;

(৪) অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ১ম কিস্তির ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ০৩ মাসের মধ্যে ছবির কমপক্ষে ৩০% ভাগ চিত্রায়নের পর অনুদান কমিটি কর্তৃক চিত্রায়িত অংশ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে ৩৫ মি.মি. ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রকে অনূর্ধ্ব আরও ৫০% এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রকে অনূর্ধ্ব আরও ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। তবে (প্রযোজকের আবেদনের প্রেক্ষিতে) স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বৃদ্ধি করা যাবে;

(৫) ৩৫ মি.মি. ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে এবং ডিজিটাল ফরমেটে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষাপূর্বক অবশিষ্ট শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে হার্ডডিস্ক/ডিভিডি ফরম্যাটে একটি কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

(৬) অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন;

(৭) উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে এ চলচ্চিত্রের নির্মাণের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

(৮) নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদশীল হতে হবে;

(৯) অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো যুক্তিসংগত শর্ত আরোপ করতে পারবে;

(১০) অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র সকল শিল্পী/কলাকুশলী বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশী কলাকুশীলদের প্রয়োজন হয়, মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্তরূপ কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন;

(১১) উপরের ছকে বর্ণিত প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক ৩৫,০০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা অর্থ অনুদান পাবেন;

(১২) সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোন চলচ্চিত্র বিএফডিসিতে নির্মাণের সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাদের সার্ভিস চার্জে ৫০% ছাড় দিতে পারে;

(১৩) অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের গল্প/কাহিনী/চিত্রনাট্যের জন্য গল্প লেখক/চিত্রনাট্যকারগণ সমহারে ভাগ করে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা উৎসাহ পুরস্কার পাবেন;

(১৪) সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে;

(১৫) অনুদানের অর্থ গ্রহণের পর অনুমোদিত সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ না করা হলে প্রযোজককে সমুদয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে;

(১৬) কোনো প্রযোজক অনুদানের অর্থ গ্রহণের পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধি কিংবা অন্য কোনো ধরনের কোনো সুবিধা দাবী করতে পারবেন না;

(১৭) নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে;

(১৮) সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রের স্বত্ব কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না;

(১৯) প্রযোজককে চলচ্চিত্র অনুদান নীতিমালার বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজককে সরকারি বিধি অনুযায়ী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর/ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

(২০) ডিজিটাল ফরমেটে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে 2K রেজুলেশন নিশ্চিত করতে হবে; এবং

(২১) উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পালনকল্পে নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজক অনতিবিলম্বে সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং চলচ্চিত্রটি ডিজিটাল ফরম্যাটে নাকি ৩৫ মি:মি: ফরম্যাটে নির্মাণ করবেন তা লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপসচিব (চলচ্চিত্র)।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

বাস্তবক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জুন ২০১৫

নং ১৮.০১৭.০০৬.০০.১৫.০০৩.২০১১-৩৬৯—বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬ এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ডে খন্ডকালীন সদস্য হিসেবে সৈয়দ জাহেদুল হক, পিতা মৃত হারুন আর রশিদ, স্বত্ত্বাধিকারী-AZ Glass Tech BD ও Member of EMEY Enterprise, বেনাপোল, যশোর কে ২৩-০৬-২০১৫ ইং তারিখ হতে ০২(দুই) বছরের জন্য নিয়োগ করা হলো।

মোঃ শাহজাহান আলী
সহকারী সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ মে ২০১৫

নং পবম/পরিশা-৫/৩০৯/২০১০/(অংশ-৫)/১৪৩—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অঙ্গ)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সকল দ্রব্য (Goods), কার্য (Works) ও সেবা (Services) প্রকিউরমেন্টের লক্ষ্যে প্রস্তাব/ টেন্ডার উন্মুক্তকরণ কমিটি ও প্রস্তাব/ টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলঃ

(১) উন্মুক্তকরণ কমিটিঃ

সভাপতি

(১) জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্য

(২) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র, শিল্প মন্ত্রণালয়-এর মনোনীত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৩) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার, কেস প্রজেক্ট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

উন্মুক্তকরণ কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ।

(খ) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত সীট প্রস্তুত ও স্বাক্ষর প্রদান।

(গ) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।

(২) মূল্যায়ন কমিটিঃ

সভাপতি

(১) জনাব কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মনোনীত প্রতিনিধি

(৩) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলর-এর মনোনীত প্রতিনিধি

(৪) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর একজন প্রতিনিধি

(৫) শাহ্ রেজওয়ান হায়াত, উপ-পরিচালক (প্রোগ্রাম প্ল্যানিং), কেস প্রকল্প, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

(৬) সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-৫, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(৭) জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান হায়দার, উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা

মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্বে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা/বিশ্বব্যাংকের ক্রয়নীতি এবং আবেদনপত্র, বা প্রস্তাব দলিলের বিধান ও শর্তাদি অনুসরণক্রমেঃ

(ক) আবেদনপত্র, দরপত্র, আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র বা প্রস্তাব পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করবেন।

(খ) সুপারিশসহ একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

(গ) মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাবিধি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুজয় চৌধুরী
সহকারী প্রধান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ মে ২০১৫

নং ২৭.০০.০০০০.০৭১.০১৪.৩১.২০১৪-৮৮৪—বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত-২০১৫) এর আওতায় বিদ্যুৎ খাতের পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ক গাইডলাইনের "ঙ" অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নরূপে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হলোঃ

আহবায়ক

(১) সদস্য (কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স), বিউবো, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

(২) পরিচালক (পিএন্ডডি), পিজিসিবি, ঢাকা

(৩) প্রধান প্রকৌশলী (জেনারেশন), বিউবো, ঢাকা

(৪) পরিচালক (সাসটেইনেবল এনার্জি), পাওয়ার সেল, ঢাকা

(৫) পরিচালক (জ্বালানী সংরক্ষণ), স্রেডা, ঢাকা

(৬) মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন ও বিপণন) পেট্রোবাংলা, ঢাকা

সদস্য-সচিব

(৭) পরিচালক (আইপিপি সেল-১), বিউবো, ঢাকা

কমিটির কর্মপরিধিঃ

(ক) কমিটি বিভিন্ন কোম্পানী বা প্রস্তাব দাখিলকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ প্রস্তাবসমূহের কারিগরী, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা পরীক্ষা করে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির নিকট সুস্পষ্ট মতামত/ সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেশ করবে।

(ঙ) কারিগরী কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
উপ-সচিব (উন্নয়ন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১
এল, এ কেস নং ১৮ ইরি/১৯৬৬
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

তারিখ, ৩১ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০০৫.১৫-১৭৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৪-০১-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা আওলাকান্দি, জে, এল নং-৮২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

এম আর আর খতিয়ান নং	দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৮০৯, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৪৪, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৬০	১০৪	১.১৪
৮২০, ৪২৮, ৮৩১, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৫৯, ৮৬০	১২৯	১.৬৬
৮৯৯	২২৮	০.০২
৯৫৪	২২৯	০.০৭
৯৫৪	২৩১	০.০৬
১০০৯	২৩২	০.০৮
১০০৯	২৩৩	০.১৫
৮৬৬	২৩৪	০.১৩
	সর্বমোট=	৩.৩১ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৬ ইরি/১৯৬৫
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ১০-০৩-১৯৬৫ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে, এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা পশ্চিম তেকানি, জে, এল নং-৮২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৪৫	০.১৮
১৩৪৬	০.৬০
১৩৪৭	১.২৩
১৩৪৮	০.০২
১৩৬১	০.৯৬
১৩৬২	০.২১
১৩৬৩	০.১৫
১৩৬৪	০.১৫
১৩৬৫	০.২০
১৩৬৬	০.১৮
১৩৬৯	০.০৩
১২৪৭ ১৫৩৫	০.২০
	সর্বমোট=৪.১১ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৩ জি/১৯৭৮
ফরম-ঘ
ঘোষণা
সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৫-০৪-১৯৭৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা ধাপ, জে, এল নং ১৬২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৪০	০.২০
৫৪১	০.০৯
৫৪৮	০.০১
৫৪৩	০.১৮
৫৪৪	০.১৪
৫৪৯	০.১৫
৫৫০	০.০৪
৫৬৬	০.২৩
৫৬৮	০.১৬
৬০৪	০.৭৬
৬০৫	০.১১
৬২৪	০.১৪
৬২৫	০.১৪
৬২৬	০.১০
৬২৭	০.৩০
৬৩১	০.২৬
৬৩২	০.২৮
৬৩৩	০.২৪
৬৩৫	০.১৫
৭০৪	০.১৩
৭০৫	০.০৮
৭০৬	০.১৮
৭০৭	০.১৭
৭০৮	০.১৭
৭১০	০.৫৪
৭৩৩	০.১১
৭৩৪	০.১৩
৭৩৭	০.২১
৭৩৮	০.১৭
৭৩৯	০.১৪
৪১২ ৭৫৬	০.০৪
৬৩৫ ৭৬০	০.২২
সর্বমোট=৫.৯৭ একর	

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ২৪ মিস/১৯৬৪

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৯-১১-১৯৬৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা ধুনট, জে, এল নং-৩৭, উপজেলা ধুনট, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪৬৮৭	০.২৮
৪৬৮৮	০.২৩
৪৯০১	০.৪৪
৪৯০০	০.৮৮
৪৯১৫	০.৪১
৪৮৯৯	২.০০
৪৯০২	০.৪৭
৪৯০৩	০.৯৯
৪৯১২	০.১৭
৪৯১৩	০.২৯
৪৯১৪	০.১৬
৪৮৯৭	০.১০
৪৮৯৮	০.৪৩
৪৭৬০	০.৪০
৪৭৫৯	০.৮৫
সর্বমোট=৮.১০ একর	

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ০১ ইরি/১৯৬৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ১১-০৫-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা আওলাকান্দি, জে, এল নং ১২২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
২৮০৬	০.০৮
২৮০৮	০.০২
২৮২০	০.৩২
	মোট=০.৪২ একর

এস,. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ১১/১৯৫৬

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ৩০-০৬-১৯৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা সাবলা, জে, এল নং-১১০, উপজেলা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৮৬৩	০.১০
৮৬৪	০.১৩
৮৬৫	০.১০
৮৮৭	০.২২
৮৮৮	০.১০
৮৮৯	০.১৯
৮৯০	০.০৪
৯৫৩	০.০৪
৯৫৪	০.০৮
৯৫৫	০.১৮
	সর্বমোট=১.১৮ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ১২ জি /১৯৮১

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৬-০৫-১৯৮১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা দূর্গাহাটা, জে, এল নং ১৯১, উপজেলা গাবতলী, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৮৪৫৯	০.১৩
৮৪৬০	০.১৮
৮৪৬১	০.২৩
৮৪৬২	০.২৯
৮৪৬৩	০.২২
৮৪৬৪	০.০৫
৮৫৬৮	০.৩১
৮৫৯৭	০.১০
	সর্বমোট=১.৫১ একর

ভূমি নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বগুড়া ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ১৩ আর ডি/১৯৬৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ১৫-০৭-১৯৬৮ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা নিশ্চিত শান্তনি, জে, এল নং-৫১, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪২৯	০.২০
৪২৮	০.০৫
৪০৭	০.২০
৪০৬	০.২০
৪০১	০.৩৪
৭৬	০.০২
৭২	০.০৪
৭০	০.০১
৭৪	০.০৫
৭৫	০.০৫
৭	০.১৫
	সর্বমোট=১.৩১ একর

মৌজা বাথই, জে, এল নং-০৬, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১২৪৪	০.০৩
১২৪৩	০.০৫
১২৪২	০.১০
১২৩৯	০.১০
১২০৪	০.৬০
১২০১	০.০৬
১১৯৯	০.১০
১১৩৩	০.০২
১১৩৫	০.০২
১১৩০	০.২৪
১১২২	০.০২
১২০৮	০.৩৮
১১৩৪	০.০২
১১৪৯	০.০১
১১১৭	০.০৮
১১১৯	০.১৫
১১১৮	০.০৩
১১৯৮	০.০৭
১২০৬	০.৬৩
১২০৩	০.১৬
১২০২	০.২৯
১২০০	০.২২
১১৯৭	০.৫৩
১১৩৬	০.৩০
১১২৯	০.৩১
১১৩৮	০.০৭
১১৪২	০.০৩
১১৪৭	০.০৮

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১১২৮	০.১৫
১১২৭	০.৩৭
১১১২	০.০২
১১১৩	০.০২
১১২৬	০.৩৬
১১১৫	০.০৮
১১১৬	০.২১
১১২৫	০.১৪
১১২৪	০.০২
১১২০	০.০৭
১১২১	০.১৩
১১২৩	০.০২
১১৪৫	০.০১
	মোট=৬.৩০ একর

মৌজা শেখাহার শ্যামপুর, জে.এল নং-৫২, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৬৫৪	০.২০
৬২৭	০.৩৬
৫১৭	০.০৬
৬১৯	০.০৬
৬৮৫	০.০৫
৮৩১	০.১৪
৬৫৬	০.০৯
৬৮০	০.১৪
৬১৬	০.০৫
৬৫২	০.০২
৬৫৮	০.৬০
৬৫৫	০.২০
৬৫০	০.১০
৬৩১	০.০১
৬২৯	০.১২
৬২৫	০.০৫
৬৭৯	০.২০
৭৩৯	০.০৪
৭০৬	০.০৮
৫৩০	০.০৫
৪৫৫	০.০৪
৪৩৩	০.০২
৫৩৮	০.০৩
৬৫১	০.০৫
৬৪৯	০.১৬
৬৫৯	০.৪৮
৬৪৮	০.০২
৬৬৬	০.০৪

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৬৮২	০.০৪
৬৬৪	০.০১
৬৬৫	০.১৭
৬৬৭	০.৫৪
৬২৮	০.১৬
৬৮৭	০.০১
৬৬৮	০.১৪
৬২৬	০.০৭
৬৬৯	০.১৮
৫৩৭	০.০৪
৭০৪	০.০৩
৬৮৩	০.০৫
৬৮৪	০.০২
৭০৫	০.০৩
৭১১	০.০৭
৭০২	০.০২
৭০৮	০.০২
৫৩৬	০.০৫
৫৩৩	০.১৭
৭০৭	০.২৭
৭০৯	০.০৫
৭১২	০.১২
৫৩২	০.১২
৫৩১	০.০৭
৫২৯	০.২২
৭১৫	০.০২
৭১৬	০.১৬
৭১৭	০.১৮
৪৫১	০.২২
৪৫৮	০.১৪
৪৩১	০.১২
৪৫৩	০.০৫
৪৫৭	০.২৫
৪৫৪ ৪৮০	০.৪৮
৪৪৪ ৪৭৯	০.১২
৪৩২ ৪৭৮	০.১২
৪৫৪	০.৪০
৪২৩	০.০৯
৪২১	০.০২
৪২৯	০.১৮
	মোট=৮.৬৮ একর

সর্বমোট= নিশ্চিত শান্তনি+বাথই+শেখাহার শ্যামপুর (১.৩১+৬.৩০+৮.৬৮)=১৬.২৯ একর।

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ২২ জি /১৯৬৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ১১-০১-১৯৬৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন,

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা বীরকেদার, জে, এল নং ২, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৫৮৩	০.১৬
৩৫৮৬	০.০৬
৩৫৮৭	০.০১
৩৫৮৮	০.০১
৩৭১২	০.৪৪
৩৭১৩	০.০৯
৩৭১৪	০.১০
৩৭১৫	০.০৫
৩৭১৬	০.২০
৩৭১৭	০.০১
৩৭১৮	০.০৯
৩৭১৯	০.০৯
৩৭২০	০.০২
৪০৩২	০.১০
৪০৩৩	০.১৪
৪০৩৪	০.২০
৪০৩৫	০.৩৪
৪০৩৬	০.৩২
৪০৩৭	০.০৭
৪০৩৮	০.০৬
৪০৩৯	০.২১
৪০৪৫	০.৩৬
৪০৪৬	০.০৬
৪০৪৭	০.৫৪
৪০৬১	০.২৪
৪০৬২	০.৮০
৪০৬৪	০.০১
৪০৭২	০.০১
৪০৭৩	০.০৫
৪০৭৪	০.০৮
৪০৭৫	০.১২
৪০৭৬	০.০৭

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৪০৭৭	০.০৪
৪০৭৮	০.১২
৪০৭৯	০.০৮
৪০৮০	০.৩০
৪০৮১	০.৮৭
৪০৮২	০.১৮
৪০৮৩	০.০৩
৪১১৪	০.০৪
৪১১৫	০.২৮
৪১১৬	০.৩৬
৪১১৯	০.৪৯
৪১২০	০.৫৮
৪১২১	০.০৭
৪১২২	০.১৯
৪১২৪	০.২৬
৪১২৬	০.০৪
৪১৪৬	০.৩২
৪১৬৭	০.০৫
৪১৬৮	০.১৩
৪১৬৯	০.১৪
৪৩৫৯	০.০৮
৪৩৬০	০.০৫
৪৩৬৫	০.১৮
৪৩৬৭	০.০৯
৪৩৬৮	০.১২
৪৩৭১	০.০৮
৪৮৩২	০.৬৮
৪৮৪০	০.৩০
৪৮৪২	০.০৫
৪৮৪৩	০.৩৮
৪৮৪৫	০.০২
৪৮৫৭	০.১২
৫২৯৮	০.০৫
৫২৯৯	০.২১
৫৩০০	০.১৬
৫৩০১	০.২৮
৫৩০২	০.২৫
৫৩০৩	০.০৮
৫৩০৪	০.৩২
৫৩০৫	০.২০
৫৩১৬	০.১৭
৫৩১৭	০.১৬
৫৩১৮	০.০৮
৫৩১৯	০.০৮
৫৩২০	০.০৬
৫৩২১	০.১১
৫৩২২	০.২৩
৫৩২৩	০.২০
৫৩২৪	০.১২
৫৩২৬	০.২০

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৩২৭	০.২০
৫৩২৮	০.২৮
৫৩২৯	০.৫৫
৫৩৩০	০.০১
৫৩৩১	০.৩৫
৫৩৩২	০.৫৮
৫৩৩৩	০.২১
৫৩৩৪	০.০৩
৫৩৪০	০.০৪
৬০১৮	০.১৮
৬০২০	০.০১
৬০২৯	০.০১
৬০৩০	০.০২
৬০৩১	০.০৮
৬০৪৪	০.০৭
৬০৪৫	০.০২
৬০৪৬	০.০৩
৬০৪৭	০.০৩
৬০৪৯	০.০৫
৬০৫০	০.০১
৬০৫১	০.২৫
৬০৫২	০.২৪
৬০৫৩	০.০১
৬০৫৬	০.০৪
৬০৫৭	০.২৪
৬০৫৮	০.১২
৬০৫৯	০.১১
৬০৬০	০.১৪
৬০৬১	০.০১
৬০৬২	০.২৫
৬০৬৩	০.১৬
৬০৬৪	০.১০
৬০৬৫	০.১০
৬৪১৫	০.০২
৬১১৬	০.৭৪
৬১৬১	০.০১
৬১৬২	০.০১
৬১৬৩	০.০৫
৬১৬৪	০.০৬
	মোট=২০.২১ একর

মৌজা দিপইল, জে, এল নং ৩, উপজেলা কাহালু, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
২৭৬	০.০৪
৫৭৯	০.০৫
	মোট=০.০৯ একর

সর্বমোট (২০.২১+০.০৯)=২০.৩০ একর।

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৪০ জি /১৯৭৬

ফরম-ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ]

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ২৬-১১-১৯৭৬ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা পারতিতপরল, জে, এল নং ৯২, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৬৫	০.০৩
১৩৬৬	০.১৫
১৩৬৭	০.০৬
১৩৭০	০.০৯
১৩৭১	০.১৬
১৩৭৯	০.০৬
১৩৮০	০.১২
১৩৮১	০.১২
১৩৮৯	০.০৩
১৩৯০	০.০৪
১৩৯১	০.১০
১৩৯২	০.০৩
১৩৯৩	০.০২
১৩৯৪	০.০৭
১৩৯৫	০.০৫
	সর্বমোট=১.১৩ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ০৬ ইরি/১৯৬৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ]

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ১৩-০৫-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা অন্তারপাড়া, জে, এল নং-১৫৫, উপজেলা সারিয়াকান্দি, জেলা বগুড়া

দাগ নং (সিএস)	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৫৮	০.০৬
৩৫৯	০.১৯
৩৬০	০.০৯
	মোট=০.৩৪ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৫৩ জি/১৯৭৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ]

যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ২৪-০২-১৯৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা সাবলা, জে, এল নং-১১০, উপজেলা দুপচাঁচিয়া, জেলা বগুড়া

খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
-	৮৬৫	০.০১
১৫	৮৬৬	০.০৫
১৫	৮৬৭	০.০৬
১৫	৮৬৮	০.০৯
৫৭	৮৬৯	০.৩০
৫৭	৮৭০	০.১৫
৪৩	৮৭১	০.২৪
৫৭	৮৭২	০.১৫
১৫	৮৭৭	০.২০
১৫	৮৭৮	০.১৯
১৫	৮৭৯	০.৪১
৪৩	৮৮৫	০.১৭
১৫	৮৮৬	০.২৫
৫৭	৮৮৮	০.০৬৫০
		মোট=২.৩৩৫০ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ২৮ জি/১৯৮০

ফরম-ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ]

তারিখ, ০১ জুন ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৪-০৮-১৯৮০ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা মালতিনগর, জে, এল নং-১১৬, উপজেলা বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
১২৬২	০.০১৩০
১২৮৫	০.০০৩০
	সর্বমোট=০.০১৬০ একর

এস. এম. আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নং ৬১ জি/১৯৬৮

ফরম-ঘ

ঘোষণা

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা অনুযায়ি নোটিশ

তারিখ, ০১ জুন ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৬.১৪-১৭৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর-৩ ধারা অনুযায়ি ০৬-০৬-১৯৭২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা অনুযায়ি প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা পশ্চিম সিংড়া, জে, এল নং-১৬০, উপজেলা আদমদিঘী, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৫৮০	০.১১
৫৮১	০.১১
৫৮২	০.১০
৫৮৩	০.২৬
৫৮৫	০.০৪
৫৮৬	০.০৯
৫৮৭	০.২০
৫৮৮	০.০৬
৫৮৯	০.০৬
৫৯০	০.০৮
৫৯১	০.০৫
৫৯৩	০.০৯
৫৯৪	০.০৫
৫৯৫	০.০৭
৫৯৬	০.০৪
৫৯৭	০.১০
৫৯৮	০.২৫
৬০১	০.১০
	মোট=১.৮৬ একর

মৌজা টিয়ার পাড়া, জে, এল নং-১৬৫, উপজেলা আদমদিঘী, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৯৯	০.২৮
৪০০	০.১৪
৪০৬	০.১২
৪১১	০.১২
৪১২	০.১৫
৪১৩	০.১২
৪১৪	০.২৮
৪১৫	০.০৮
	মোট=১.২৯ একর

মৌজা কামারকুড়ি, জে, এল নং-১৬৬, উপজেলা আদমদিঘী, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
২৯৭	০.১৮
২৯৮	০.১৬
২৯৯	০.১১
৩১৪	০.১০
৩১৫	০.১২
৩১৬	০.১৩
৩১৭	০.১২
৩১৯	০.১৪
৩২০	০.০৪
৩২১	০.১৪
৩২২	০.৪০
৩৩৭	০.৩৩

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৩৩৮	০.১৯
৩৩৯	০.১১
৩৪০	০.১১
৩৪১	০.১৬
৩৪৬	০.১১
৩৪৭	০.০৯
৩৪৮	০.০৬
৩৪৯	০.২০
৩৫২	০.০৫
৩৫৩	০.০২
৩৫৪	০.০৬
৩৫৫	০.০৪
৩৫৬	০.০৪
৩৫৭	০.০৪
৩৫৮	০.০৪
৩৫৯	০.০৬
২৯৬/৩৮০	০.০৪
২৯৬/৩৮১	০.০২
	মোট=৩.৪১ একর

মৌজা দোগাছি, জে, এল নং-১৬৭, উপজেলা আদমদিঘী, জেলা বগুড়া

দাগ নং	জমির পরিমাণ (একরে)
৬৬২	০.০৭
৬৬৪	০.০৬
৬৬৫	০.০৮
৬৬৬	০.১৬
৬৬৭	০.২১
৬৬৮	০.১৫
৬৬৯	০.৩৬
৬৭১	০.৫২
৬৭২	০.১৫
৬৭৩	০.১৬
৬৭৪	০.০৮
৬৭৫	০.০৮
৬৭৬	০.০৭
৬৭৭	০.০৭
৬৭৮	০.১০
৬৬২/৭১২	০.০৩
৬৬৬/১০৩৪	০.১৪
	মোট=২.৪৯ একর

সর্বমোট (১.৮৬+১.২৯+৩.৪১+২.৪৯)=৯.০৫ একর

এস, এম, আব্দুল কাদের
উপসচিব।

এল, এ কেস নম্বর ২২২(W)/১৯৬৬-৬৭

ফরম-ঘ

ঘোষণা

[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১৪৬.১৪-২৬৪—যেহেতু, নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-০৬-১৯৬৭ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা গলাচিপা, মৌজা দক্ষিণ পানপট্টি, জে এল নং ১২৫, সিট নং ৬।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৬৯, ৫৪৬	৫০২৮	০.৮০
১৬৯, ৫৪৬	৫০২৯	০.০৮
৬০	৫০৩০	০.৩৭
৬০	৫০৩১	০.৯৩
৬০	৫০৩২	০.১৪
৬০	৫০৩৩	০.৪৩
৩২	৫০৩৫	০.০৬
৩২	৫০৩৬	০.৩৬
১৯০, ১৯৭	৫০৪০	০.২৮
৪৪০	৫১৩৮	২.৬৫
২৫৬	৫১৩৪	০.৫৫
২৬১	৫১৩৫	০.৭৩
২৬১	৫১৩৬	০.২২
২৫৮	৫১৪১	০.১৭
৩১২, ২৭	৫১৪২	০.৩৬
১৫, ৬২	৫১৪৬	১.০০
২৬	৫১৬৬	০.০৪
২৬	৫১৬৭	০.২০
২৬	৫১৬৮	০.১৭
২৬	৫১৬৯	০.৭০
২৬	৫১৭০	০.০৩
৮৮	৫১৭১	০.১৯
২৬	৫১৭২	০.৫৫
২৬	৫১৭৩	০.১৪

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৬	৫১৭৪	০.০৪
২৬	৫১৭৬	০.৩৪
২৬	৫১৭৭	০.১৩
২৬	৫১৭৮	০.২৩
২৬	৫১৭৯	০.২৬
২৬	৫১৮০	০.০৪
২৬	৫১৮১	০.০৭
২৬	৫১৮২	০.১১
২৬	৫১৮৩	০.০৩
২৬	৫১৮৪	০.০২
২৬	৫১৮৫	০.১৩
২৬	৫১৮৬	০.২৪
২৬	৫১৮৭	০.২৮
২৬	৫১৮৮	০.২৫
২৬	৫১৮৯	০.২৫
২৬১	৫২৪৭	০.০৬
৪৪০	৫২৪৮	০.০৯
২৬১	৫২৪৯	০.০৫
২৬১	৫২৫১	০.০৩
৪৪০	৫২৫২	০.০৬
২৫৮, ২৫৯	৫২৫৩	০.০২
২৫৯	৫২৫৭	০.১২
১৫২, ২৬২	৫২৫৮	০.৪০
২৪৭	৫৩২৪	০.৩৯
২৪৭	৫৩২৫	০.৩৩
২৪৭	৫৩২৬	২.৪৫
২৪৭	৫৩২৭	০.০৩
২৪৭	৫৩২৮	০.০২
২৪৭	৫৩২৯	০.৮৭
৩৮৫	৫৩৩৭	০.০৭
২৯, ৫১৯	৫৩৩৮	০.৫৩
২৯, ৫১৮	৫৩৩৯	০.৬৬
২৯, ৫১৮	৫৩৪০	০.১৬
২৫৬	৫৩৪১	০.১২
২৫৬	৫৩৪২	২.২৪
২৬১	৫৩৪৩	০.০৪
২৬১	৫৩৪৪	০.৩৫
১৯৪	৫৪৩৮	০.৩৩
১৯৪	৫৪৩৯	০.০৩
১৯৪	৫৪৪০	০.০৩
৪৮৩	৫৪৪১	০.০৯
১১৩	৫৪৪২	০.০৫
১১৩	৫৪৪৩	০.১১
৪৮৩	৫৪৪৪	০.০৫

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪৮৩	৫৪৪৫	১.৬৮
১১৩	৫৪৪৬	০.৮৮
১১৩	৫৪৪৭	০.০২
৪৩৯	৫৪৪৮	০.০২
৪৩৯	৫৪৪৯	০.৫৪
২৬৩	৫৪৫০	০.৫২
৪৮৩	৫৪৫২	০.০২
৫৪৮	৫৪৫৩	০.০২
৪৮৩	৫৪৫৪	০.০৩
২৪৭	৫৪৫৯	০.১২
২৪৭	৫৪৬০	০.০৫
২৪৭	৫৪৬১	০.২৪
২৪৭	৫৪৬২	১.৩৪
৪৮৩	৫৪২১	০.০১
৪৮৩	৫৪৬৩	০.১২
১০৪, ৩২৪, ২৩	৫৪৬৪	০.০৪
১০৪, ৩২৪, ২৩	৫৪৬৫	০.৩২
১০৪	৫৪৬৬	০.১৫
৬১	৫৪৬৭	১.৫২
২৩	৫৪৬৯	০.৩৭
২৩	৫৪৭০	০.৩০
১০৪	৫৪৭১	০.২৮
৯১	৫৪৭২	১.৩২
৯৪	৫৪৭৩	০.৪৫
১০০	৫৪৭৪	০.৯৮
৯৫, ৯৭	৫৪৭৫	০.৮৮
৯৬	৫৪৮০	১.৬৮
২৫১	৫৪৮১	০.১৬
২৫২	৫৪৮৪	০.১৪
৪৮৩	৫৪৮৫	০.০৬
৯১	৫৪৮৯	০.৯৪
২৭, ৩১২	৫৪৯২	০.১৮
২৩	৫৪৯৫	১.৩০
৯৫, ৯৭	৫৫০৪	০.২০
৯৫, ৯৭	৫৫০২	০.৩৬
২৮৮	৫৫০৫	১.২৬
৫৫৭	৫৫১০	০.৬৭
৫৫৭	৫৫১১	০.০২
২৫২	৫৫১২	০.০৩
৯৫, ৯৭	৫৫১৩	১.১০
৩৮৮	৫৫১৪	০.১৩
৯৬	৫৫৭৭	১.০৬

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৯৭	৫৫৭৮	০.৪৫
১১৩	৫৬১২	০.৪৪
৯১	৫৬২৫	০.৫৭
৯১	৫৬২৬	০.৩৮
৯৭	৫৬২১	০.০৮
৪৮৩	৫৬০৬	০.০৪
৪৪০	৫৬১৬	০.১৫
৫৪৮	৫৪২৯	০.০৫
৪৮৩	৫৪৩০	০.১১

মোট =৪৭.১৬ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এলএ কেস নম্বর ১৪২(W)/১৯৬২-৬৩
ফরম-ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১. ০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-২৬৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২২-০১-১৯৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা তেগাছিয়া, জে এল নম্বর ৪৩, সিট নং ৫।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
১৭২	৩৭৩২	০.২৮
৫	৩৭৩৬	০.৪৫
৫	৩৭৩৮	১.০০
১৭৮	৩৭৪০	১.৫৪
১৭২	৩৭৪২	০.০৪
১৭২	৩৭৪৩	০.৫৮
১৪০	৩৭৪৪	০.৮৫
১৪০	৩৭৪৫	০.০৭
৪	৩৭৪৬	০.৪৭
৪	৩৭৫০	০.৩৫
৪	৩৭৫১	২.১০
৩৬	৩৭৫৩	০.৫৮
৩৬	৩৭৫৯	২.৩০
৪১	৩৭৬৪	০.৪০
৪১	৩৭৬৫	০.০৮
৪১	৩৭৬৬	০.২৫
৪১	৩৭৬৯	০.৬৭
৪১	৩৭৭১	০.০৬
৪১	৩৭৭৭	০.৮২
৪১	৩৭৭৮	০.১২
৪১	৩৭৭৯	০.০৫
৪১	৩৭৮০	২.২৪
৩৬	৩৭৮৪	০.০৬
৩৬	৩৭৮৬	০.০২
৪১	৩৭৮৮	০.৯৮
৪১	৩৭৯৩	১.০০
		মোট =১৭.৩৬ একর

কথায় সতের দশমিক তিন ছয় একর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

এলএ কেস নম্বর ৬৩(W)/১৯৬৪-৬৫
ফরম-ঘ
ঘোষণা
[সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ]

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৯.১৫-২৭০—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১১-১৯৬৪ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুমদখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুমদখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল।

তফসিল

জেলা পটুয়াখালী, উপজেলা কলাপাড়া, মৌজা কুমিরমারা, জে এল নং ৪২, সিট নং ২।

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একরে)
৮৬	১৫৬৫	০.১৬
৪৩	১৫৬০	০.২৬

খতিয়ান নম্বর	দাগ (এসএ)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪৩	১৫৬১	০.৩৫
৪৩, ১৪১	১৫৬২	০.৭৬
৮৬	১৫৬৪	০.৯৫
৯, ১১০	১৫৬৭	০.০৮
৯, ১১০	১৫৬৯	০.০৬
৯, ১১০	১৫৭০	০.০৯
৯, ১১০	১৫৭০	০.০৯
৯, ১১০	১৫৭১	০.৩৬
৯, ১১০	১৫৭২	০.২৪
		মোট =৩.৩১ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ৪ জুন ২০১৫

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৬.০০১.১৩-৪৬১—যেহেতু, ডাঃ শাহনাজ বেগম, ভেটেরিনারি সার্জন, লীভ/রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা প্রেষণে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ময়মনসিংহ গত ৩০-১২-২০১২ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুসারে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগানা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রকৃত মালিক বাড়িতে পাওয়া গেল না তাই ফেরৎ" এবং বর্তমান ঠিকানার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপক দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাই ফেরত" মর্মে ডাক বিভাগ কর্তৃক মন্তব্য সহকারে ফেরত দেয়া হয়;

যেহেতু, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৬-২০১৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৬.০০১.১৩-৪১০ নং অফিস আদেশে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামতে তার বিরুদ্ধে আনীত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৯-২০১৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৬.০০১.১৩-৬৪২ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। বর্তমান ঠিকানায় প্রেরিত পত্রটি "প্রাপক বর্তমান ঠিকানায় না পাওয়ায় ফেরত" এবং স্থায়ী ঠিকানায় পত্রটি" প্রাপক গ্রামের বাড়ীতে থাকেনা তাই ফেরত দেওয়া গেল" উল্লেখ পূর্বক ডাক বিভাগ কর্তৃক ফেরৎ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ শাহনাজ বেগম, ভেটেরিনারি সার্জন, লীভ/ রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা প্রেষণে জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ময়মনসিংহকে অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৩০-১২-২০১২ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)-এর বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধির আওতায় অসদাচরণ ও অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩) (ডি) বিধি অনুযায়ী অনুপস্থিতির তারিখ ৩০-১২-২০১২ হতে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)-করা হল।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)
প্রজ্ঞাপনসমূহ
তারিখ, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/৩১ মে ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৩.১৫-২৯৫—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আবুল আনাম মোঃ রিয়াজ (৪০১৩), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), এম সি কলেজ, সিলেট কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য ছাত্র ছাত্রীদের নিকট থেকে জনপ্রতি ৩০০/- টাকার পরিবর্তে অতিরিক্ত ৩৩০/- টাকা করে মোট ২,২৩,৩০০/- টাকা অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং ০৬-০২-২০১৩ তারিখে তার শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান যে, কলেজের বিভিন্ন কাজের জন্য সরকারি টাকার পাশাপাশি আরোও অর্থের প্রয়োজন হয়। এখানে তার ব্যক্তিগতভাবে কোন লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ জনপ্রতি আদায়কৃত অতিরিক্ত ৩০/- টাকা যথারীতি রশিদের মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। এই অর্থ খরচ করার জন্য সার্কুলার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার প্রমাণ না থাকায় তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব আবুল আনাম মোঃ রিয়াজ (৪০১৩), সহযোগী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা), এম সি কলেজ, সিলেট এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

নং শিম/শা-৭/বিভাগীয় মামলা-১৩/২০১২/৩০২—যেহেতু বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা সৈয়দ ইসরাত পারভীন (০০০৯৬৩), সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে শিক্ষা ছুটিসহ সর্বমোট ০৪ (চার) বছর ছুটি ভোগের পর ০৫-০৯-২০১০ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু

করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর মাধ্যমে নোটিশটি জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কোন জবাব পাওয়া য়ায়নি। অতঃপর বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় এবং তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার বর্তমান কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব কিংবা পত্রটি ফেরৎ পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে তার স্থায়ী ও বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানায় জারী করে রিটার্ণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে বিবেচ্যপত্র মারফত জেলা প্রশাসক, জানান যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি";

যেহেতু, সৈয়দ ইসরাত পারভীন এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service)" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, সৈয়দ ইসরাত পারভীন (০০০৯৬৩), সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩) (ডি) মোতাবেক "চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/৩১ মে ২০১৫

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৩১.১৪-৩০৩—যেহেতু, জনাব মোঃ ফয়সল আলম, সহকারি অধ্যাপক (বাংলা), সরকারি আইন উদ্দিন কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে সাপাহার থানার মামলা নং ১৪, তারিখ ২৯-০৯-২০১৪ ধারা মাদ্রকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর টেবিল ৯(ক) এর এজহার নামীয় আসামী করা হয়। উক্ত মামলায় তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করে এবং বিজ্ঞ আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ ফয়সল আলমকে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা বিধিসম্মত ও জনস্বার্থে প্রয়োজন;

সেহেতু, জনাব মোঃ ফয়সল আলমকে বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ মোতাবেক চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

২। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন তিনি প্রচলিত নিয়মে বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন;

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ আষাঢ় ১৪২২/১৬ জুন ২০১৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৮.১৫-১১৬২—মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার রাঢ়ীখালে অবস্থিত স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকায় ১৯৬৮ সালের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১)	বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর বাড়ি গ্রাম রাঢ়ীখাল ইউনিয়ন রাঢ়ীখাল উপজেলা শ্রীনগর জেলা মুন্সীগঞ্জ	রাঢ়ীখাল	১৮৪২	৫৩১৩	৩.৮১ একর এর কাতে ৬৭′×৫১′ = ৩৪১৭ বর্গফুট বা ০.০৪৩৬ (চার শতাংশ ছত্রিশ অযুতাংশ) একর	উত্তরে স্কুল এন্ড কলেজের নির্মাণাধীন নতুন বিল্ডিং। দক্ষিণে খেলার মাঠ পূর্বে বিজ্ঞান ভবন পশ্চিমে কলেজ ভবন	রাঢ়ীখাল স্যার জে.সি.বোস ইনস্টিটিউট	পুরানো জরাজীর্ণ ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত	পুরানো জরাজীর্ণ ভবনটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ছানিয়া আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৮ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০২৪.১৩-৪৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান 'অতিরিক্ত পুলিশ সুপার' ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার পুলিশ লাইন, গাজীপুর (সাবেক সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, শ্রীপুর মডেল থানা, গাজীপুর) এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ), ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারীপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ১৮-০৮-২০১৩ তারিখের ৭৯৩ নম্বর স্মারক মূলে জনাব শ্যামল কুমার মুখার্জী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঢাকা জেলাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে তিনি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলা পুনঃতদন্তের জন্য গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে ৫১ নম্বর স্মারক মূলে জনাব মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বিশেষ পুলিশ সুপার (অপঃ ঢাকা) সিআইডি বাংলাদেশ পুলিশ ঢাকাকে পুনঃ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পুনঃতদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২টি অভিযোগ প্রমাণিত এবং ১টি অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত রিপোর্ট, সাক্ষ্য প্রমাণ, জবানবন্দী ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৬-০১-১৩ ইং তারিখ রাত অনুমান ১১:৩০ সময় শ্রীপুর থানার এসআই শহিদুল ইসলামকে নিয়ে ডিবিএল সিরামিক্স নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনৈক আতাব উদ্দিন এর নিকট হতে ক্রয়কৃত জমিতে টিনের বেড়া ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ করাকালীন উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত (১) নুরুল ইসলাম ফিরু (২) মোঃ সুজন, (৩) উত্তম রায়-দেরকে গাড়িতে তুলে তার অফিসে এনে চোখ বেঁধে মারধর করে জখম করেন। গত ২৭-০১-২০১৩ইং তারিখ রাত অনুমান ০২:২০ টায় শ্রীপুর মডেল থানা হাজতে রাখার জন্য প্রেরণ করেন এবং আটককৃতদের ছেড়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের কাছে ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা দাবী করেন। উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে প্রমাণিত না হলেও পুনঃতদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে ২টি অভিযোগ প্রমাণিত এবং ১টি অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। একই অভিযোগে দুইজন তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পরস্পর বিরোধী। তবে পুনঃ তদন্তকারী কর্মকর্তা অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ হওয়ায় তার প্রতিবেদন অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বর্ণিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এটি প্রথম বিভাগীয় মামলা হওয়ায় ও তিনি উল্লিখিত ঘটনার সময় তুলনামূলকভাবে নবীন কর্মকর্তা থাকায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে অভিযুক্তকে লঘু দন্ডের যেকোন একটি দণ্ড প্রদান করাটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

৩। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার পুলিশ লাইন, গাজীপুর (সাবেক সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, শ্রীপুর মডেল থানা, গাজীপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২) (বি) বিধি মতে তার পদোন্নতি ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হল।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৫ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৪-২৯১—সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে থানার মামলা নং ০১, তারিখ ১-১১-১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৮/৯/১০/১১ ধারায় মামলার আসামীগণ সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে থানাধীন শহীদ এম. মনসুর আলী রেলস্টেশনে প্লাটফর্মে টিকেট ঘরের পূর্ব পার্শ্বে প্লাটফর্মে গমনাগমন পথে অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা করার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৩-২৯২—বিজ্ঞ এম এম কোর্ট নং ১১, ঢাকা এর পিটিশন মামলা নং ০১/২০১৫, তারিখ ১৬-০৪-২০১৫ খ্রিঃ মূলে জনৈক ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা অজ্ঞাত, প্রফেসর পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, রুম নং ৫৩২ শাহবাগ, ঢাকা ফেইসবুকে কামরুজ্জামান এর ফাঁসির বিষয়ে কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন। মন্তব্যগুলো একটি বিশেষ ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে এবং রাষ্ট্রের পরিপন্থি ও রাষ্ট্রবিরোধী হওয়ার অভিযোগে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ২৯৫ক এবং ১২৪ ক ধারায় মামলা রুজুর লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

তারিখ, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৬ মে ২০১৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৪-২৯৫—এসএমপি, সিলেট এর এয়ারপোর্ট থানার মামলা নং-১০, তারিখ ১০-৮-২০১৪ খ্রিঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৮/৯(২)/১৩ ধারায় মামলার আসামীগণ এয়ারপোর্ট থানাধীন এয়ারপোর্ট গেইট সংলগ্ন গ্রীন ল্যান্ড হোটেলের উত্তর পার্শ্বে শাহজালাল জামে মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার উপর নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হিসেবে উক্ত সংগঠনের প্রচারপত্র বিলি করতঃ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে প্ররোচিত করার অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটির অভিযোগ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল আলম সেখ
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০১-২০১৩-২৫৭—যেহেতু, ডাঃ সুজিত কুমার দাস (৪১৭৪৪), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), নিউনেটলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম গত

২৯-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০১.২০১৩-২০১৫ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ৯-৭-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২০১.২০১৩-৫৪২ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ০৮-০৩-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০০৮.২০১৫-৭৯নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সুজিত কুমার দাস (৪১৭৪৪), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), নিউনেটলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৯-০১-২০১০ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৩-২০১৩-২৫৮—যেহেতু, ডাঃ সিদরাতুল মুনতাহা (১১৩০৮৩), মেডিকেল অফিসার, বখতিয়ারপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দুর্গাপুর, রাজশাহী গত ২৪-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০. ১৫৩.২০১৩-৮৮২ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ২৮-১০-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫৩.২০১৩-৮৩১ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না কারায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২৬-০২-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০০৭.২০১৫-৬০নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সিদরাতুল মুনতাহা (১১৩০৮৩), মেডিকেল অফিসার, বখতিয়ারপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দুর্গাপুর, রাজশাহীকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৪-০১-২০১০ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৮.২০১৪-২৭৭—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (৪০৪৪৯), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ) মেডিসিন বিভাগ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল গত ১৫-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, তাঁর সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫(পাঁচ) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর-৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (৪০৪৪৯), সহকারী অধ্যাপক (চঃ দাঃ), মেডিসিন বিভাগ, শের-ই, বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ১৫-১০-২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২৭ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৩-২৯৬— যেহেতু, ডাঃ মাসুমা মিতুল কচি (কোড-১০০৭২৭৪), ধানখালী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালী গত ০৫.০২.২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৬-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১. ০০.০৩৩.২০১৩-২১৬ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে ১৯-০৯-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১৩-৭২৪ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না কারায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ২২-০৩-২০১৫ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪. ০০.০০.০০৫.২০১৫-৯১নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মাসুমা মিতুল কচি (কোড ১০০৭২৭৪) ধানখালী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কলাপাড়া, পটুয়াখালীকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০২-২০১২ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ মে ২০১৫

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৯.২০১৩-২৬৬—যেহেতু, ডাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল আহমেদ (১১২৭৭৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ গত ০৭-০৮-২০১২ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ০৮-০১-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭৯.২০১৪-১০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং গত ১৬-০২-২০১৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল আহমেদ (১১২৭৭৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ , কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) নিয়মিত চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না। তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২১১.২০১৪-২৭২—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আলী আশরাফ (১২১৭৮৯), মেডিকেল অফিসার, সংযুক্ত SCANU বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম) গত ১৬-০৬-২০১২ তারিখ হতে ০৬-০৮-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে ২৮-০৫-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০. ০২৭.০১.০০.২১১.২০১৪-৪২৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় আনীত অভিযোগের বিষয় তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ আলী আশরাফ (১২১৭৮৯), মেডিকেল অফিসার, সংযুক্ত- SCANU বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তাঁর ১৬-০৬-২০১২ তারিখ হতে ০৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

বিমান কুমার সাহা এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব।

হাসপাতাল ৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ এপ্রিল ২০১৫

নং স্বাপকম/হাস-৩/৮-২৪/২০০৭/১২১—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাসপাতাল ০৩ শাখার গত ১৮-০৯-২০১৪ তারিখের স্বাপকম/হাস-৩/৮-২৪/২০০৭/৪২২ সংখ্যাক স্মারককের ধারাবাহিকতায় একজন সদস্য অর্ন্তভুক্ত করে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল এর ব্যবস্থাপনা বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো ঃ

সভাপতি

(১) এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশিদ, সংসদ সদস্য, ঢাকা-০৬

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব আবু আহমেদ মান্নাফী (বীর মুক্তিযোদ্ধা), ১৬, লারমিনি স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা

(৩) অধ্যক্ষ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(৪) উপ-সচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৫) উপ-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৬) উপ-সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৭) জেলা প্রশাসক, ঢাকা

(৮) জনাব কে এম শহিদ উল্লা, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবক, পিতা অহিদুল মওলা, ৬৯-৭১, সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড, শান্তিনগর, রমনা, ঢাকা

(৯) অধ্যাপক ডাঃ মোশতাক আহমেদ, সার্জারী বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(১০) জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া (এম,এ), ০৬ নং রাজার দেউরী, কোতায়ালী, ঢাকা

(১১) হাজী মোঃ সেলিম, সাবেক কমিশনার, ৩৭, কাজী আব্দুর রউফ রোড, কলতাবাজার, ঢাকা

(১২) জনাব আলমগীর সিকদার লোটন, ১৩/৪, পিসি ব্যানার, জি লেন, সিংটলা, সূত্রাপুর, ঢাকা

(১৩) জনাব ময়নুল হক মনজু, সাবেক কমিশনার, ৫৫, কে এম দাস লেন, ওয়ারী, ঢাকা।

(১৪) জনাব সালাউদ্দিন বাদল, ০৭ নং উত্তর ময়ষড়ী, টিপু সুলতান রোড, ওয়ারী, ঢাকা

(১৫) জনাব হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক, ১৮/১, নারিন্দা লেন, গেন্ডারিয়া

(১৬) হাজী মোঃ সাহিদ, সাবেক কমিশনার ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক, ৩০ দেবেন্দ্রনাথ দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

(১৭) জনাব আলীমুজ্জামান আলম, ১৩৫ নবাবপুর রোড, ওয়ারী, ঢাকা

(১৮) জনাব দেবাষীশ বিশ্বাস, ১১৮ শাখারী বাজার, ঢাকা।

(১৯) জনাব গাজী সারোয়ার হোসেন বাবু, ৪ হেমন্তদাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা

(২০) এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, ৫৭ সতীশ সরকার রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা

(২১) জনাব মনিরুল হক রবিন, ৮৭ ডিস্ট্রিলারি রোড, গেন্ডারিয়া ধুপখোলা, ঢাকা।

(২২) জনাব আমির উদ্দিন আহমেদ, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পিতা মৃত আব্দুল মোতালেব সরদার, ৮১/১ নারিন্দা রোড, থানা গেন্ডারিয়া

সদস্য-সচিব

(২৩) পরিচালক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

(খ) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কার্য-পরিধি ঃ

(১) হাসপাতালটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যাবতীয় কার্য সম্পাদন;

(২) হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(৩) হাসপাতলের আয় ব্যয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতকরণ;

(৪) হাসপাতালটির জন্য একটি উপযুক্ত গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন;

(৫) হাসপাতালটির জন্য একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন সংক্রান্ত;

(৬) প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠান;

(৭) স্বীকৃত চার্টার্ড একাউনটেন্ট ফার্ম কর্তৃক হাসপাতালের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করানো এবং তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(৮) হাসপাতালের জন্য প্রাপ্ত এবং সৃষ্ট সমুদয় ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বিধি সম্মত হিসাবরক্ষণ;

(৯) প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কাজের বিবরণীসহ সরকার কর্তৃক আদিষ্ট সকল রিপোর্ট ও রিটার্ণ প্রদান।

(গ) সরকার প্রয়োজনবোধে বোর্ডের কার্যকাল এবং সদস্য সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(ঘ) বোর্ডের কার্যকালের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছর হবে।

(ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুরুন্নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ অধিশাখা-১

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৬৮.০৬৩.১৫-৩৫৩—ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণ-১ শাখার ২০ কার্তিক ১৪২০/০৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের ভূঃমঃ/শাঃ-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭ (অংশ-২)২৯৭ নং স্মারক উল্লেখপূর্বক ১৩৮/৬১-৬২ নং এল,এ কেসের আওতায় হুকুম দখলকৃত ঢাকা জেলার সাবেক গুলশান ও ক্যান্টনমেন্ট হালে ভাটারা ও খিলক্ষেত থানার জোয়ার সাহারা মৌজার জে.এল নং ২৭১, সি,এস বিভিন্ন দাগের নিম্ন তফসিলভুক্ত মোট ৭৯.১৯ (উনাশি দশমিক এক নয়) একর জমি অবমুক্তি সংক্রান্ত ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের ৫০ নং সংখ্যার (১ম খণ্ড) ৮২৩ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি প্রজ্ঞাপন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নজরে এসেছে।

তফসিল

জেলা: ঢাকা, থানা: সাবেক গুলশান ও ক্যান্টনমেন্ট হালে ভাটারা ও খিলক্ষেত, মৌজা: জোয়ার সাহারা, জে.এল নং ২৭১।

সি.এস দাগ ১৩৪৭, ১৩৪৮, ১৩৫৭, ১৩৬০, ১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৫, ১৩৭৬, ১৩৭৯, ১৪১৯, ১৪২০, ১৪৩৯, ১৪৪০, ১৪৪৬, ১৪৫২, ১৫২৪, ১৫২৬, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৬৫২, ১৬৫৩, ১৬৫৫, ১৬৫৬, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮১, ১৭৮২, ১৭৮৩, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৯২, ১৭৯৩, ১৭৯৫, ১৭৯৬, ১৭৯৭, ১৮০০, ১৮০১, ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২, ১৮১৩, ১৮১৪, ১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৭, ১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৩২, ১৮৩৪, ১৮৩৬, ১৮৩৭, ১৮৪৪, ১৮৪৭, ১৮৪৮, ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫২, ১৮৫৩, ১৮৫৪ ও ১৮৬২ সম্পূর্ণ অংশ।

সর্বমোট জমির পরিমাণ- ৭৯.১৯ একর।

২। প্রকৃতপক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কখনো উল্লিখিত অবমুক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি গেজেটে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়নি। প্রকাশিত গেজেটে ব্যবহৃত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক ও স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর ভূয়া ও প্রতারণামূলক।

৩। অতএব, ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ গেজেটের ৫০ নং সংখ্যার (১ম খণ্ড) ৮২৩ নং পৃষ্ঠায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধিগ্রহণ-১ শাখার ২০ কার্তিক ১৪২০/০৪ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের ভূঃমঃ/শাঃ-১০/হুঃদঃ/ডিএ-৪৪/৮৭(অংশ-২)২৯৭ নং স্মারকে জারিকৃত মর্মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদাই বাতিল (void) বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, আব্দুল কাদের
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ , ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৭ মে ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৪-৮৫৪—যেহেতু, জনাব আব্দুল আওয়াল মজনু হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, দ্রুত বিচার আদালত, হবিগঞ্জ দ্রুত জি, আর-১৭/২০১৪ (হবি) নং মামলার আসামী হবিগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আব্দুল আওয়াল মজনু এর বিরুদ্ধে দাখিলীয় অভিযোগপত্র গত ১৪-০১-২০১৫ তারিখ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, দ্রুত বিচার আদালত, হবিগঞ্জ দ্রুত জি, আর-১৭/২০১৪(হবি) নং মামলায় দাখিলীর অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলের এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।

সেহেতু, সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব আব্দুল আওয়াল মনজুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৬৩.০২৭.০১.০০.০০৭.২০১৪-৮৫৫—যেহেতু, জনাব মাহবুবুল হক হেলাল হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, দ্রুত বিচার আদালত, হবিগঞ্জ দ্রুত জি, আর-১৭/২০১৪ (হবি) নং মামলার আসামী হবিগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মাহবুবুল হক এর বিরুদ্ধে দাখিলীয় অভিযোগপত্র গত ১৪-০১-২০১৫ তারিখ বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; এবং

যেহেতু, দ্রুত বিচার আদালত, হবিগঞ্জ দ্রুত জি, আর-১৭/২০১৪(হবি) নং মামলায় দাখিলীয় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলের এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভা তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু সরকার তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এমতাবস্থায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মাহবুবুল হককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/২৮ মে ২০১৫

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-৮৬৪—নাটোর জেলাধীন সিংড়া পৌরসভার ০৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও ০২ নং প্যানেল মেয়র আলহাজ্ব সায়েদ আলী গত ০৯-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভার) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১)(চ) মতে সরকার উল্লিখিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ আষাঢ় ১৪২২/১৫ জুন ২০১৫

নং ৪৭.০৩২.০৩২.০০৬.০৬১.০০৭.২০১২-৩২৬—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ৪(ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে পরিবাগ প্রিয় প্রাঙ্গণ সমবায় সমিতি লিঃ ২, পরিবাগ, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্যের মেয়াদ সংক্রান্ত সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১৮(৮) ধারায় উক্ত আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

শর্তাবলী ঃ

সমবায় অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৭.৬১.০০০০.০২৪. ৪০. ৭৭.৯৩/১৩৫, তারিখ ০৪-৬-২০১৫ মূলে পরিবাগ প্রিয় প্রাঙ্গণ সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাধিক্রমে তিনটি মেয়াদ পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোন সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত পরবর্তী একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন। এই মেয়াদ বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকাল ৩১-০৭-২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ার পরবর্তী ০১(এক) টি নির্বাচনী মেয়াদ (০১-০৮-২০১৫ হতে ৩১-০৭-২০১৮) পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আফজাল হোসেন
যুগ্ম-সচিব।